বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

খ ইউনিট

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি নির্দেশিকা

কলা ও মানবিক অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ এবং আইন অনুষদ

চার বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) কোর্স

'খ' ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন বিভাগের আসন সংখ্যা নিম্নরূপ:

			আসন সংখ্যা			
'খ' ইউনিটের বিভাগসমূহ	**অনুষদ**	**ভর্তির বিভাগ**	'খ'ইউনিটের মাধ্যমে পূরণীয়	**শাখা পরিবর্তনের মাধ্যমে** 'ক'ইউনিট থেকে পূরণীয়	**শাখা পরিবর্তনের মাধ্যমে** 'গ'ইউনিট থেকে পূরণীয়	**মোট**
	কলা ও মানবিক	বাংলা	৫০	১২	০৮	৭০
		ইংরেজি	৪৫	১৫	১০	৭০
		দর্শন	১৫	০৩	০২	২০
		গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা	১৫	০৩	০২	২০
	সামাজিক বিজ্ঞান	অর্থনীতি	৩৫	২৫	১০	৭০
		সমাজবিজ্ঞান	৫০	১০	১০	৭০
		লোকপ্রশাসন	৫০	১০	১০	৭০
		পলিটিক্যাল সায়েন্স	৫০	১০	১০	৭০
	আইন	আইন	৪০	২০	১০	৭০
	সর্বমোট		৩৫০	১০৮	৭২	৫৩০

শাখা পরিবর্তন ('খ' ইউনিটে পরীক্ষা দিয়ে 'খ' ইউনিট বহির্ভূত অনুষদের ভর্তিযোগ্য বিভাগসমূহ)	**অনুষদ**	**ভর্তির বিভাগ**	**আসন সংখ্যা**
	বিজনেস স্টাডিজ	মার্কেটিং	৫
		ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ	৫
		ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	৫
		একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস	৫
	বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	গণিত	৫
		মোট	২৫

'খ' ইউনিট থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিভাগসমূহের শূন্য আসনসমূহ 'গ' ইউনিট থেকে এবং গণিত বিভাগের শূন্য আসনসমূহ 'ক' ইউনিট থেকে পূরণ করা হবে।

১। প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা

ক) ২০১৪ সালে বা পরবর্তীতে যারা মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০১৬ বা ২০১৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় মানবিক শাখা, ইসলামী শিক্ষা শাখা কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ শাখা থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই ভর্তি নির্দেশিকায় বর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে 'খ' ইউনিটের মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

খ) প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ) প্রাপ্ত GPA দ্বয়ের যোগফল অন্তত ৬.০ হতে হবে। তবে কোন স্তরেই পৃথকভাবে GPA ৩.০০ এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়

গ) ২০১৬ অথবা ২০১৭ সালের A-Level পরীক্ষায় মানবিক শাখার অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে এসএসসি বা এইচএসসি সমমানের বিদেশী সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে 'খ' ইউনিট প্রধানের নিকট অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হবে এবং ইউনিট কর্তৃক সমতা নিরূপণের পর অনুমতি পেলেই শুধু সংশ্লিষ্ট প্রার্থী আবেদন করতে পারবে। ইউনিট অফিস থেকে প্রদত্ত Equivalent ID মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিকের রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথানিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সংগ্রহ করতে হবে। সমতা নিরূপণের ফি বাবদ ভর্তিচ্ছু প্রার্থীকে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সমতা নিরূপণের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষা পাশের প্রমাণসহ তার সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে পঠিত সকল বিষয়ের বিস্তারিত পাঠ্যসূচির (Syllabus) ফটোকপি জমা দিতে হবে। O-Level ও A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরূপ ধরে GPA হিসাব করা হবে:

A= 5.0, B = 4.0, C = 3.5, D = 3.0

ঘ) 'খ' ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির শর্তসমূহ:

নিম্নলিখিত 'খ'ইউনিটের অধীন বিভাগসমূহে ভর্তির প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে সকল প্রার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ইংরেজি অধীত থাকতে হবে।

বিভাগ	**উচ্চমাধ্যমিকে অধীত সংশ্লিষ্ট বিষয়**	**বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম গ্রেড, নম্বর ও অন্যান্য যোগ্যতা**
বাংলা	বাংলা	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলায় ২০০ নম্বরের পরীক্ষা; ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১২ নম্বর এবং বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড
ইংরেজি	ইংরেজি	ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১২ নম্বর; এবং উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে নূন্যতম 'বি' গ্রেড
দর্শন		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে নূন্যতম 'বি' গ্রেড
অর্থনীতি	অর্থনীতি/গণিত/ পরিসংখ্যান	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান-এর যেকোন বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা; উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান-এ নূন্যতম 'বি'

বিভাগ	উচ্চমাধ্যমিকে অধীত সংশ্লিষ্ট বিষয়	বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম গ্রেড, নম্বর ও অন্যান্য যোগ্যতা
	* ইসলামিক অর্থনীতি ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি অর্থনীতির বিকল্প নয়	গ্রেড; উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে নূন্যতম 'বি' গ্রেড
সমাজবিজ্ঞান		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে নূন্যতম 'বি' গ্রেড
লোক প্রশাসন		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে নূন্যতম 'বি' গ্রেড
পলিটিক্যাল সায়েন্স		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড
আইন		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ন্যূনতম ১০ নম্বর
মার্কেটিং	অর্থনীতি	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ	অর্থনীতি	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড
ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	অর্থনীতি	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস	অর্থনীতি	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড
গণিত	উচ্চতর গণিত	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উচ্চতর গণিতে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড

২। অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয়

ক) আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd)-এর মাধ্যমে করতে হবে। এই সাইটে আবেদনকারী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইউনিটের ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নোটিশ এবং লিঙ্কসমূহ দেখতে পাবে। যেকোনো ইউনিটে আবেদন করার পূর্বে ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ওয়েবসাইট নির্দেশিকা ভালো করে পড়ে তা অনুসরণ করতে হবে। এছাড়াও প্রতি পেইজের উপরে হলুদ বক্সের নির্দেশাবলী পড়ে নিতে হবে।

খ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ **অপরাহ্ন ২:০০** টা হতে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত করা যাবে। তবে ২৬ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া যাবে।

গ) যে কোনো ইউনিটে ভর্তির আবেদন করার জন্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট- এ 'আবেদন/লগইন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

ঘ) **'আবেদন/লগইন'** বাটনে ক্লিক করার পর **'আবেদন/লগইন'** এর তথ্যের পেইজে আবেদনকারীর উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং **মাধ্যমিক বা সমমানের** পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে **"অগ্রসর হোন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং পরবর্তী পেইজে আবেদনকারীর উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলী এবং আবেদনকারীর আবেদনযোগ্য ইউনিট দেখা গেলে **'নিশ্চিত করছি'** বাটন-এ ক্লিক করতে হবে।

ঙ) ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাবলী দেয়া হলে পরবর্তী পেইজে সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে যেকোন মোবাইল অপারেটরের নম্বর থেকে একটি এসএমএস ১৬৩২১ নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএস-টির ফরম্যাট আবেদনকারী সেই পেইজে দেখতে পাবে। এসএমএস-টি পাঠানো হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী ৭ (সাত) অক্ষরের একটি কনফার্মেশন কোড পাবে। এই কনফার্মেশন কোডটি আবেদনকারী পেইজের নির্ধারিত স্থানে দেয়ার পর **'নিশ্চিত করছি'** বাটনে ক্লিক করতে হবে।

চ) সঠিক কনফার্মেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূলপাতা (সকল ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য) দেখা যাবে। এই পেইজের মাধ্যমে আবেদনকারী যে ইউনিটে আবেদন করার যোগ্যতা রাখেন সে ইউনিটে আবেদন করে টাকা জমার রসিদ সংগ্রহ করতে পারবে। এই পাতায় উল্লিখিত ইউনিটসমূহের যেকোনটিতে আবেদন করার জন্য ইউনিটের পাশের **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করতে হবে। **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করার পর উক্ত ইউনিটের **'আবেদন'** বাটনটির স্থানে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে।

ছ) **আবেদনকারী স্ব-ইউনিটসহ শাখা পরিবর্তন ইউনিটে আবেদন করতে ইচ্ছুক হলে এখানেই স্ব-ইউনিটে এবং 'শাখা পরিবর্তন' ইউনিটের বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে**। এছাড়া পরবর্তীতে এই পেইজ থেকে আবেদনকারী তার আবেদনকৃত ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে এবং আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবে।

জ) উপরিউক্ত পেইজ থেকে যে ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রসিদটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। **শাখা পরিবর্তন (ইউনিট পরিবর্তন) এর ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আরো একটি পেমেন্ট স্লিপ (টাকা জমার রসিদ) ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে**। প্রতিটি পেমেন্ট স্লিপের দুইটি অংশ থাকবে; উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ।
সতর্কীকরণ: টাকা জমার আবেদনকারীর অংশটি ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নয়। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের বিকল্প হিসেবে টাকা জমার রসিদের অংশটুকু ব্যবহার করা যাবে না।

ঝ) টাকা জমার রসিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারীর ছবি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। এরপর টাকা জমার রসিদের দুইটি অংশই নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারী স্বাক্ষর করে ২৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে রসিদে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা (ভর্তি পরীক্ষার ফি, অনলাইন সার্ভিস ফি ও ব্যাংক চার্জ) দেশের ৪ টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (জনতা, সোনালী,অগ্রণী ও রূপালী)–এর যে-কোন শাখায় গিয়ে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা জমার প্রমাণ স্বরূপ টাকা জমার রসিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দিবে।

ঞ) কোন ইউনিটে আবেদনকারীর ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বরিশাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন সিস্টেমে পৌঁছালে তার সংশ্লিষ্ট ইউনিটের 'পেমেন্ট' কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে। ব্যাংক-এ টাকা জমা না দেয়া হলে আবেদনকারী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবে না এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। খ ইউনিটের পরীক্ষার্থীরা ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০:০০টা হতে ২৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ০৯.০০ টা পর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবে।

ট) IGCSE (A Level) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা বিদেশী সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট অনুষদের ইউনিট অফিস থেকে প্রদত্ত Equivalent ID মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিকের রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথানিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সংগ্রহ করতে হবে।

৩। ভর্তি পরীক্ষার ফি

শুধুমাত্র 'খ' ইউনিটের ফি	
'খ' ইউনিটের ফি	৫০০/-
অনলাইন সার্ভিস ফি	৮০/-
ব্যাংক চার্জ	২০/-
মোট =	৬০০/-

শাখা পরিবর্তন ফি	
শাখা পরিবর্তন ফি	৪০০/-
অনলাইন সার্ভিস ফি	৮০/-
ব্যাংক চার্জ	২০/-
মোট =	৫০০/-

৪। ভর্তি পরীক্ষা

ক) ভর্তি পরীক্ষার সময় প্রার্থীর ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্র, এসএসসি / সমমানের পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড এর মূলকপি এবং A লেভেলের Statement of Entry এর মূলকপি পরীক্ষার হলে নিয়ে আসতে হবে এবং নিরীক্ষা শেষে তা ফেরত দেয়া হবে। ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্র ও ছবিযুক্ত মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

খ) ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ১ ঘন্টা এবং ১২০ নম্বরের জন্য সর্বমোট ১০০ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ১.২। উল্লেখ্য যে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি ব্যতীত সকল প্রশ্ন বাংলায় লিখিত হবে।

গ) পরীক্ষায় OMR পদ্ধতির উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। OMR পদ্ধতির উত্তরপত্রের ঘর পূরণের জন্য প্রার্থীকে কালো কালির বলপেন ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে কেবল একটি OMR উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে, অতিরিক্ত কোনো শিট দেওয়া হবে না। অতএব উত্তরপত্র পূরণ করার সময় প্রার্থীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন পূরণ করতে কোন ভুল না হয়। ভুল ভ্রান্তির সকল দায় প্রার্থীকেই বহন করতে হবে।

ঘ) মোট ১২০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় আবশ্যিকভাবে বাংলা ও ইংরেজিসহ অন্য যে কোনো তিনটি পঠিত বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি ব্যতীত অন্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:
(i) ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস, ii) পৌরনীতি ও সুশাসন, (iii) অর্থনীতি, (iv) সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম, (v) ভূগোল ও (vi) যুক্তিবিদ্যা। প্রতিবারের ন্যায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্ন হবে এই বিষয়ক মৌলিক জ্ঞানসহ উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস অনুযায়ী। অন্য বিষয়সমূহের প্রশ্ন প্রণীত হবে শুধু উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস অনুযায়ী।

ঙ) ভর্তিপরীক্ষার নম্বর বণ্টন নিম্নরূপ:

বিষয়	নম্বর	প্রশ্নসংখ্যা	মন্তব্য
ইংরেজি	২৪	২০	আবশ্যিক
বাংলা	২৪	২০	আবশ্যিক
ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস	২৪	২০	এই গুচ্ছ থেকে যে কোনো তিনটি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে
পৌরনীতি ও সুশাসন	২৪	২০	
অর্থনীতি	২৪	২০	
সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম	২৪	২০	
ভূগোল	২৪	২০	
যুক্তিবিদ্যা	২৪	২০	

চ) শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজি ব্যতীত অন্য যে-তিন বিষয়ে পরীক্ষা দিবে প্রশ্নপত্রে সেই তিন বিষয়ের যে কোড নম্বর লিখিত থাকবে সেই কোড নম্বর উত্তরপত্রে (OMR শিটে) শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট বিষয় বাতিল হবে।

ছ) ভর্তি পরীক্ষায় ১২০ নম্বরের মধ্যে সর্বমোট পাশ নম্বর ৪৮ পেতে হবে। **যারা ইংরেজি ও বাংলায় আলাদাভাবে ৮ নম্বর সহ সর্বমোট ৪৮ নম্বর পাবে শুধু তারাই ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করেছে মর্মে বিবেচিত হবে।** এই বিধি সকলের ক্ষেত্রে (কোটা ও সাধারণ প্রার্থী) প্রযোজ্য হবে।

জ) ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.৩০ নম্বর কাটা যাবে এবং তা বিষয় ভিত্তিক হবে।

ঝ) পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর নিকট মোবাইল ফোন, ব্লু-টুথ বা টেলিযোগাযোগ করা যাবে এরূপ যেকোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস পাওয়া গেলে, সে ব্যবহার করুক বা না করুক তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

ঞ) ভর্তি পরীক্ষার স্থান, সময় ও আসন বিন্যাস (Seat Plan) যথাসময়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd)-এ Login করে অথবা প্রবেশপত্রে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী SMS এর মাধ্যমে জানা যাবে।

ট) ভর্তি পরীক্ষার সময় কোনো প্রার্থী মুখমণ্ডল ও কান আবৃত করে রাখতে পারবে না।

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রম তৈরির পদ্ধতি

ক) মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় হিসাবকৃত (৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ) GPA-কে ৬ দিয়ে গুণ করে, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় হিসাবকৃত (৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ) GPA-কে ১০ দিয়ে গুণ

করে এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাস্কোর তৈরি করা হবে। ২০০ নম্বরের শতকরা বিভাজন নিম্নরূপ :

- ১৫% গণনা করা হবে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA থেকে
- ২৫% গণনা করা হবে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA থেকে
- ৬০% গণনা করা হবে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে

খ) মেধাতালিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম যোগ্যতা সাপেক্ষে চূড়ান্ত ভর্তির জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে।

গ) মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরি করা হবে:

(i) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর
(ii) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject
(iii) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject
(iv) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject
(v) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject

পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত মাপকাঠি প্রয়োগ করে প্রার্থীদের অগ্রাধিকার তালিকা নির্ণয় করা সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ অন্য কোন যৌক্তিক মাপকাঠি প্রয়োগ করে অগ্রাধিকার নির্ণয় করবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঘ) কোটায় ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র, উপজাতি কোটার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব উপজাতি প্রধান/জেলা প্রশাসক এর সনদপত্র, খেলোয়াড় কোটার জন্য বিকেএসপি'র সনদ, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়ের কোটার ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়ের সংগঠনের প্রধানের/জেলা প্রশাসক এর সদনপত্র, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পোষ্যদের ক্ষেত্রে (সন্তান/স্বামী/স্ত্রী) কর্তৃপক্ষের সনদপত্র আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভর্তির মোট আসনের অতিরিক্ত ৫% কোটার জন্য বরাদ্দ থাকবে।

(ঙ) পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক নম্বর, মেধাস্কোর ও মেধাক্রম বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd)-এ Login করে অথবা প্রবেশপত্রে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী SMS এর মাধ্যমে জানতে পারবে।

৬। ভর্তি

মনোনীত প্রার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভর্তি হতে অবশ্যই (i) ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র (ii) এসএসসি ও এইচএসসির মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট (iii) এসএসসি ও এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড (iv) দুই কপি পাসপোর্ট আকারের রঙিন ছবি আনতে হবে।

আবেদনের তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ অপরাহ্ন ২:০০ টা থেকে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত।

ফল প্রকাশ : ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd)-এ Login করে অথবা প্রবেশপত্রে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী SMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থী নিজ নিজ ফলাফল জানতে পারবে।

'খ' ইউনিটের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলির জন্য যোগাযোগের নম্বর:

০১৮৪৬-০৫৪৬৪২, ০২-৯৬৬৯৯৩৪

(অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)

বি. দ্র. ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর যে কোন ধারা ও উপ-ধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন